জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০১০

২০১৩ সন সবার জন্য স্যানিটেশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সকলের অধিকার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
২০ আশ্বিন ১৪১৭
০৫ অক্টোবর ২০১০

বাণী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী জাতীয় স্যানিটেশন মাস, অক্টোবর-২০১০ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির অন্যতম পূর্বশর্ত হলো সুস্বাস্থ্য ও কর্মদক্ষতা সম্পন্ন জনশক্তি। আর দক্ষ জনশক্তির সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে স্যানিটেশনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমি আশা করি, জাতিসংঘ উন্নয়ন সংক্রান্ত সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে, স্যানিটেশন মাস উদ্‌যাপন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। স্যানিটেশন সকল মানুষের অধিকার। নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারসহ স্যানিটেশন অর্জনের সকল উপায় সম্পর্কে জনগণকে অবহিত ও অনুপ্রাণিত করতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে অধিকতর কার্যকর অবদান রাখার আহ্বান জানাই। আমি জেনেছি, সার্কভুক্ত দেশসমূহ স্যানিটেশনকে জনস্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নয়নের সূচক হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে, যা স্যানিটেশনের গুরুত্বকে বৃদ্ধি করেছে। ২০১৩ সালের মধ্যে সবার জন্য স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে আমি বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের সাফল্য কামনা করি।

আমি স্যানিটেশন মাস-২০১০ এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

স্যানিটেশন সংক্রান্ত সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ২০১৩ সালের মধ্যে সকল পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন নিশ্চিত করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন স্যানিটেশন সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি। তাই সরকার জাতীয় স্যানিটেশন প্রচারিভযানের অংশ হিসেবে এ বছরের অক্টোবর মাসকে **জাতীয় স্যানিটেশন মাস** হিসেবে উদ্‌যাপন করেছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ২০০৩ সালে দেশে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা মাত্র শতকরা ৩৩ ভাগ থাকলেও ২০১০ সালের জুনে এ হার দাঁড়িয়েছে ৯০% শতাংশ। এ অর্জন সম্ভব হয়েছে স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সরকারের সক্রিয় অংশগ্রহণ, উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতা, গণমাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকা এবং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের কারণে। এ জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করার জন্য সরকার, উন্নয়ন সহযোগী এবং বেসরকারী সংস্থা নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রচেষ্টায় পূর্ণ সফলতার জন্য সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা প্রয়োজন। বিশেষভাবে হতদরিদ্রদের কাছে স্যানিটেশন সুবিধা পৌঁছে দিতে এবং স্যানিটেশনের সামাজিক আন্দোলন গণমানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে তৃণমূলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তথা ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ দায়িত্ব পালনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ নতুন উদ্যমে ব্যাপক গণজাগরণের সৃষ্টি করবে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে জাতীয় স্যানিটেশন আন্দোলন সফল হবে, এ প্রত্যাশা রেখে আমি জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর, ২০১০-এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম)

স্যানিটেশন মাস ২০১০

২০১৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশে সকলের জন্য স্যানিটেশন: বর্তমান প্রেক্ষিত এবং করণীয়

ভূমিকাঃ

- জনস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্যের সাথে স্যানিটেশনের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। তাই মানবিক উন্নয়নে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন অপরিহার্য। ২০০৩ সালের জরীপে দেখা যায় বাংলাদেশে শতকরা ৪২ ভাগ মানুষ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করতো। জুন ২০১০ সালে সে সংখ্যা কমে শতকরা ১০ ভাগে নেমে এসেছে, যা সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও অনেক বেশী এগিয়ে আছে।
- অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার, ল্যাট্রিনের বর্জ্য নদী, খাল-বিল, ডোবা, নালা বা খোলা জায়গায় ফেলা বা খোলা জায়গায় মল ত্যাগের কারণে প্রতি বছর শুধু ডায়রিয়া রোগেই পাঁচ বছরের কম বয়সী লক্ষাধিক শিশু মৃত্যু বরণ করে। এছাড়াও ডায়রিয়া, আমাশয়, জন্ডিস, টাইফয়েড প্রভৃতি পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি করে।
- অসুস্থতার কারণে গরীব কর্মক্ষম মানুষের একমাত্র সম্পদ শ্রম বিক্রির মাধ্যমে জীবিকা অর্জন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। ফলে দরিদ্র মানুষ নিপতিত হয় প্রকটতর দারিদ্র্যে।
- তাই বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারায় স্যানিটেশন বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, আর এ কারণেই স্যানিটেশন দেশের মূল উন্নয়ন কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছে।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ২০১৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশে সকলের জন্য স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

স্যানিটেশনের বর্তমান চিত্রঃ

- বাংলাদেশ সরকারের স্যানিটেশন বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে দেশের প্রায় সকল পরিবারেরই ল্যাট্রিন ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে।
- উন্মুক্ত স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করে এরূপ লোকের সংখ্যা বর্তমানে শতকরা ১০ ভাগেরও নিচে।
- স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার প্রতিফলিত হওয়ায় এনজিও ও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থাসমূহ স্যানিটেশন কার্যক্রমে ব্যাপক উৎসাহে সরকারকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে।
- সরকার কর্তৃক স্যানিটেশনে ভর্তুকি প্রদানের কারণে অতি দরিদ্র জনগণকেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ল্যাট্রিন ব্যবহারের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।
- স্যানিটেশনের অধিকার নিশ্চিত করতে পারিবারিক সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের ঘোষণা অনুসরণ করে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে স্যানিটেশনকে মানবিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ইস্যু ও চ্যালেঞ্জসমূহঃ

- বর্তমানে বাংলাদেশে মানব বর্জ্য (মানুষের মল, মূত্র) ব্যবস্থাপনা বা নিষ্কাশন নানা কারণে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ।
- এ প্রেক্ষিতে স্যানিটেশন জাতীয় উন্নয়ন ধারায় যুক্ত হলেও এ বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সামগ্রিক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব রয়েছে।
- টেকসই স্যানিটেশনের ধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক তদারকির ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

করণীয়ঃ

- স্যানিটারী ল্যাট্রিন বিষয়ক কার্যক্রমের পাশাপাশি পরিবেশগত স্যানিটেশনের (Environmental Sanitation) অন্যান্য বিষয়গুলোও জনগণের কাছে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হবে।
- সমাজের প্রতিটি মানুষের জন্য স্যানিটেশন অপরিহার্য। প্রতিটি পরিবারের এবং সমাজে বিশেষ করে শারীরিক এবং মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়া (Physically and mentally retarded) ব্যক্তিদের স্যানিটেশন চাহিদাকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনতে হবে।
- সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করতে পরিবারের পাশাপাশি হাট-বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেবা সহায়তাকারী সংস্থা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- ভৌগলিক বা অন্যান্য কারণে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির স্যানিটেশন চাহিদাকে যথাযথভাবে চিহ্নিত এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বিশেষ করে যে সব স্থানে স্যানিটেশন ব্যবস্থা কাঙ্খিত পর্যায়ে নেই (যেমন Hard to reach areas) সেখানে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক।
- আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে উপযুক্ত মাধ্যম, পদ্ধতি, সম্পদ এবং সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।
- স্থানীয় জনগণের চাহিদা ও পছন্দকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করে উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।
- স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর সমন্বয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ও বাস্তবাভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী। একই সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে অংশগ্রহণমূলক তদারকি ব্যবস্থা যা এ কার্যক্রমকে বেগবান রাখতে এবং নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

ল্যাট্রিন নিয়মিত পরিষ্কার করবো
অপরিষ্কার ল্যাট্রিন থেকে রোগ-জীবাণু ছড়ায়

ল্যাট্রিন থেকে ফিরে সাবান দিয়ে
ভালো করে দুই হাত ধুয়ে নেবো

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২০ আশ্বিন ১৪১৭
০৫ অক্টোবর ২০১০

বাণী

স্যানিটেশন সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে **'অক্টোবর ২০১০'**-কে জাতীয় স্যানিটেশন মাস হিসেবে পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

পর্যাপ্ত স্যানিটেশনের অভাবে প্রতি বছর বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ নানা রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। অথচ স্বাস্থ্যাভ্যাস পরিবর্তন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ অবস্থা দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব।

বর্তমান সরকার দেশের জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। জনগণের সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা ২০১৩ সালের মধ্যে প্রত্যেক পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনের মাধ্যমে স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ঘোষণা দিয়েছি। **'জাতীয় স্যানিটেশন মাস'** উদ্‌যাপন এ লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

সরকারের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে স্যানিটেশন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের আহবান জানাচ্ছি।

আমি **'জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০১০'** পালন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতিসংঘের আটটি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (MDG) মধ্যে শিশু মৃত্যুহার কমানোর লক্ষ্যমাত্রাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ও স্বাস্থ্যবিধি পালনের কোনো বিকল্প নেই। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে ২০০০ সালকে ভিত্তি বছর ধরে ২০১০ সালের মধ্যে জন্মকালীন শিশু মৃত্যুর হার ৬৬ থেকে ৩৭ এবং ২০১৫ সালের মধ্যে ২২-এ নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকার এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য স্যানিটেশন উন্নয়নকে জাতীয় অগ্রাধিকারের মর্যাদা দিয়েছে।

জাতীয় স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার '২০১৩ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্যানিটেশন' নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। 'সার্বিক স্যানিটেশন উন্নয়ন' একটি সফল সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

আমি আশা করি, 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০১০' উদ্‌যাপনের মাধ্যমে স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও আচরণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে শিশু মৃত্যু হার কমানো সম্ভব হবে। আমি এ কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডা. আ. ফ. ম. রুহুল হক

প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

গণসচেতনতা ও একশত ভাগ স্যানিটেশন কর্মসূচী সফলতার লক্ষ্য নিয়ে সরকার অক্টোবর মাসকে স্যানিটেশন মাস হিসেবে উদ্‌যাপন করছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে ২০১৩ সালের মধ্যে সকল পরিবারকে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের আওতায় আনয়নের কাজ নিশ্চিত করা। ২০০৩ সালে পরিচালিত ভিত্তি জরিপে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা ছিল মাত্র শতকরা ৩৩ ভাগ। জুন ২০১০ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় দেশের শতকরা ৯০ ভাগ পরিবারকে স্যানিটেশন সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন, বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সরকারী-বেসরকারী সংস্থা, গণমাধ্যম এবং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফলেই এ অর্জন সম্ভব হয়েছে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ২০১৩ সালের মধ্যে শতভাগ পরিবারে স্যানিটেশন নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের এ প্রচেষ্টায় সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা প্রয়োজন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ অঙ্গীকার বাস্তব রূপ নেবে। "জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০১০" উদ্‌যাপন সরকার ঘোষিত শতভাগ স্যানিটেশনের অঙ্গীকার অর্জনে ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে মনে করি।

সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে "জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০১০" উদ্‌যাপনের মহতী উদ্যোগ তথা জাতীয় স্যানিটেশন আন্দোলন সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(জাহাঙ্গীর কবির নানক)

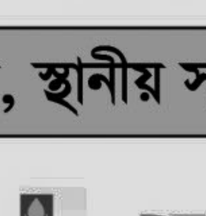

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনের লক্ষ্যে ২০১৩ সালের মধ্যে শতভাগ স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে সকলের জন্য স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উন্নয়ন সহযোগী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের সহযোগিতায় সরকার ১৯৯৮ সাল থেকে স্যানিটেশনকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে প্রতি বছর অক্টোবর মাসে 'স্যানিটেশন মাস' পালিত হচ্ছে। স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিই এর মূল লক্ষ্য।

২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত বেজলাইন সার্ভে অনুযায়ী দেখা যায় যে, উন্মুক্ত স্থানে মল ত্যাগ করে না এমন পরিবারের সংখ্যা ছিল ৩৩ শতাংশ। এ বিষয়ে সরকারের গৃহীত কর্মসূচীর ফলে এসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৯০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন কভারেজের ক্ষেত্রে এখনও আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এ জন্য মানুষের স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারের মানসিকতা এবং আচরণগত পরিবর্তন অত্যাবশ্যক।

২০১০ সালের জুন মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রায় ৯০% ভাগ স্যানিটেশন কভারেজ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। নিঃসন্দেহে এ সাফল্য অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও উৎসাহব্যঞ্জক।

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও অক্টোবরে "জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর, ২০১০" উদযাপিত হতে যাচ্ছে। জাতীয় স্যানিটেশন মাসের সাফল্য স্যানিটেশন আন্দোলনকে আরো কার্যকর করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর, ২০১০ উদ্‌যাপনে সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণ কামনা করি।

(মনজুর হোসেন)

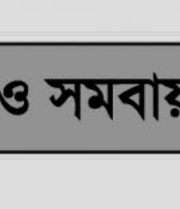

প্রধান প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতীয় আর্থ-সামাজিক বিকাশের পূর্বশর্ত হিসাবে প্রয়োজন সুস্থ জীবন ও সুন্দর পরিবেশ। সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে মান সম্পন্ন স্যানিটেশনের কোন বিকল্প নেই। আর তাই স্যানিটেশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার জাতীয় পর্যায়ে গড়ে তুলেছে সামাজিক আন্দোলন। জাতীয় লক্ষ্য ও বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০১৩ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ঘোষণা করা হয়েছে ব্যাপক কার্যক্রম। সার্বিক এই কার্যক্রম সমন্বয়, ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের জন্য জাতীয়ভাবে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল ভবনে স্থাপিত স্যানিটেশন সেক্রেটারিয়েটের মাধ্যমে এই অধিদপ্তর স্যানিটেশন সংক্রান্ত কাজ পরিচালনা ও মনিটরিং করে থাকে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১৯৬৩ সালে স্যানিটেশন কার্যক্রম Pilot কর্মসূচী হিসাবে গৃহীত হয়। পরবর্তীতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অন্যান্য সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় স্যানিটেশন কর্মসূচী প্রণয়ন, জাতীয় পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণসহ নানাবিধ কার্যক্রম হাতে নেয়। ২০০০ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অঙ্গীকার মোতাবেক এদেশেও স্যানিটেশনে ব্যাপক কার্যক্রম শুরুর প্রাক্কালে ২০০৩ সালে জরীপের কাজ সম্পন্ন করা হয়। সেই জরীপ অনুযায়ী ২০০৩ সালে স্যানিটেশন কভারেজ ছিল প্রায় ৩৩%। এর পর একের পর এক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের গৃহীত পদক্ষেপে বর্তমানে স্যানিটেশন কভারেজের হার এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯০%।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ২০১৩ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ও ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে সুস্থ ও সবল জাতি গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। সরকারের সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়ন সহযোগী এবং বেসরকারী সংস্থাসহ সকলের সমন্বিত প্রয়াসে আসুন আমরাও সকলে সামিল হই।

মোঃ নুরুজ্জামান

প্রতিমন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে আমাদের মত উন্নয়নশীল জনবহুল দেশে একটি সহজ অথচ পরিবেশ-বান্ধব সুবিধা হিসেবে স্বীকৃত উপায়। দারিদ্র হ্রাস করতে ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এর অবদান অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালের মধ্যে প্রতিটি পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করছে। পরিবেশ-বান্ধব স্যানিটেশন ব্যবস্থা (Environmental Sanitation) বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবার পর্যায়ে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব। অক্টোবর ২০১০ জাতীয় স্যানিটেশন মাস হিসেবে উদ্‌যাপনের উদ্যোগ সকলকে পরিবেশ-বান্ধব স্যানিটেশনে অভ্যস্ত করে তোলার বিষয়ে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং পানি সম্পদকে মনুষ্য সৃষ্ট দূষণ থেকে মুক্ত রাখতে আমাদের আরো উদ্যোগী হতে হবে। আমি এ কর্মসূচীর সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. হাছান মাহমুদ এম.পি

স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ডিপিএইচই | POLICY SUPPORT UNIT (PSU) | wsp water and sanitation program | WaterAid | brac | World Health Organization Country Office For Bangladesh | Dhaka Ahsania Mission DAM | Plan | unicef | 25 YEARS Muslim Aid Serving Humanity | TMSS | care | HYSAWA Project | DSK | FANSA Freshwater Action Network South Asia-Bangladesh | JAAGO | NGO FORUM